Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 356 - 362
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে চিঠিপত্রের পূর্বসূত্র ও রবীন্দ্র-পত্র

অমিত কুমার চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ননী ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়, জয়গাঁ, আলিপুরদুয়ার
Email ID: amitkrc1990@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Letter, Mechanical age, Rabindranath Tagore, Mediaeval Age, Modern Age, Literature.

Abstract

Letters stand as a significant historical testament in Bengali society and literature, depicting the true essence of rise and fall during various eras. While letters were once the primary mode of human communication, their prevalence has diminished in modern times due to the emergence of new technologies. However, in the age of modern science, the discovery of new inventions has paradoxically reduced the distance between people. The extensive use of colloquial or regional languages has facilitated communication among people from different parts of the world. There was a time when letters served as the sole means of human interaction, whether it be for exchanging news, engaging in personal conversations, or conducting official business. The use of letters was indispensable, ranging from conveying news to facilitating personal and official communications. Throughout ancient, medieval, and modern literature, the use of letters is evident, and these letters have been integrated into history in various ways. Rabindranath Tagore particularly elevated Bengali letters, introducing new dimensions to the form and language of Bengali epistolary communication. His personal letters have also enriched literature in diverse ways. In various critical essays, there have been discussions not only about the use of letters in Bengali literature before Rabindranath Tagore but also about his letters. Furthermore, there has been an examination of how Rabindranath's letters uphold literary standards, both thematically and stylistically.

Discussion

"কত চিঠি লেখে লোকে -
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও সুখে"[1]

চিঠি মানবমনের একান্ত ব্যক্তিগত আলাপনের একটি অপরিহার্য মাধ্যম। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আলাপচারিতাই নয়, পত্রের মাধ্যমে অনেক দরকারি সন্দেশও পাঠানো হয়। কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিকতাসর্বস্ব জীবনে পত্র তার কৌলিন্য হারিয়েছে। শুধুমাত্র সরকারি কাজে ছাড়া পত্রের ব্যবহার চোখে পড়ে না। বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জালের সুফল পত্রের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

চলভাষ, দূরভাষ, হোয়াটসঅ্যাপ, ম্যাসেন্জার, ইমেইল ইত্যাদির মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। ফলস্বরূপ আজকের পৃথিবীতে পত্রের ব্যবহার নিতান্তই নগন্য। তবে একটা সময় ছিল যখন পত্রই ছিল খবর আদান প্রদানের একমাত্র মাধ্যম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকাতে প্রায় এক কোটি ষাট লক্ষ চিঠি লিখেছিল যুদ্ধরত সৈনিকরা তাদের পরিবারের উদ্দেশ্যে।[২] এই পত্রগুলির মধ্যে তাদের হতাশা আশা আকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। আবার আমরা যদি মেসোপটেমিয়া সভ্যতার দিকে ফিরে তাকাই তাহলে দেখবো তখন মানুষ ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। একে বলা হত পিক্টোগাম।[৩] পরবর্তীকালে চিঠি লেখা শুরু হওয়ার পর থেকে চিঠিই খবর আদান প্রদানের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আবার যখন আধুনিক ডাক ব্যবস্থার জন্ম হয়নি তখন পায়রা বা কবুতরের মাধ্যমে চিঠির আদান প্রদান করা হতো। এর জন্য পায়রাকে রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এরপর আধুনিক ডাক ব্যবস্থার জন্ম হলে চিঠি আদান প্রদান করত ডাকহরকরারা। এই ডাকহরকরাদের জীবন-জীবিকা নিয়েই লেখা সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিখ্যাত কবিতা 'রানার', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাকহরকরা' ছোটগল্প। তবে এ কথা ভুললে চলবে না চিঠিপত্র সমাজের ঐতিহাসিক দলিল। চিঠিপত্রের মাধ্যমে সময়ের যথার্থ ছবি প্রতিফলিত হয়। তাই বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে এর অবদান অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত জীবনে পত্রের যেমন বহুল ব্যবহার আছে তেমনি সাহিত্যের মধ্যেও একাধিক পত্রের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কখনো পত্রের মাধ্যমে সাহিত্য রচিত হয়েছে, আবার কখনো সাহিত্যের মধ্যে পত্রের ব্যবহার ঘটেছে। প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাসের 'মেঘদূত' বা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' তে যেমন পত্রের ব্যবহার আছে তেমনি 'শ্রীমদ্ভাগবতে' পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের এই ধারাকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগের কবিরা যেমন বহন করে এসেছেন তেমনি বহন করেছেন আধুনিক যুগের লেখকরা। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলের সাহিত্যেই পত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত পত্রগুলিও সাহিত্য-গুনান্বিত। তিনি বিষয়গত ও আঙ্গিকগত দিক দিয়ে বাংলা পত্রকে অন্যমাত্রা দান করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে চিঠিপত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের প্রাকমূহুর্ত্তে কথ্যভাষা বাংলা থাকলেও লেখ্যভাষা ছিল সংস্কৃত। ফলে সেইসময় রচিত একাধিক সংস্কৃত সাহিত্যে পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'কর্ণানন্দ' ও 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে এই জাতীয় পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রাচীন বাংলায় লেখা কিছু সামাজিক পত্র, হেঁয়ালি পত্র ইত্যাদির কথাও জানা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্য বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যেও পত্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আসলে এই পদগুলি পত্রের আকারে লেখা। পদকর্তা কবিশেখরের 'মৃদুমলয় সরজেষু' ও বৈষ্ণব দাসের 'লিখিয়ে করজ পাতি' পদ দুটি পত্রের আঙ্গিকে লেখা। আবার মুকুন্দ চক্রবর্তী 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যেও দুইখানি পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি সম্ভবত ষোড়শ শতকে লেখা। সুতরাং এই সময়ের সাহিত্যেও পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক চৈতন্য জীবনী গ্রন্থের মধ্যেও পত্রের ব্যবহার পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদে তর্জা আকার একটি পত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রটি এই রূপ-

> "প্রভুকে কহিয় আমার কোটী নমস্কার।
> এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার। ১৮
> বাউলকে কহিয় - লোকে হইল বাউল।
> বাউলকে কহিয় - হাতট না বিকায় চাউল।। ১৯
> বাউলকে কহিয় - কাজে নাহিক আউল।
> বাউলকে কহিয় - ইহা কহিয়াছে বাউল।। ২০"[৪]

পত্রটির মাধ্যমে শ্রীমদঅদ্বৈত আচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতকে চৈতন্যদেবের কাছে সংবাদ প্রেরণের উদ্দেশ্যে পত্রটি লেখেন। পত্রটি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানে দাবি রাখে। এছাড়াও মধ্যযুগের একাধিক সাহিত্যের মধ্যে পত্রের ব্যবহার আছে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর মতো লেখার আঙ্গিকের বদল দেখা দিল। কবিতার আঙ্গিক ছেড়ে গদ্যে সাহিত্য রচনা শুরু হতে থাকল। তবে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পত্রের মধ্যেই সম্ভবতঃ

পাওয়া যায় এবং সেটি ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা। পত্রটির রচনাকাল আনুমানিক ১৫৫৫ খ্রীঃ। পত্রটি কোচবিহারের রাজার লেখা। পত্রটি এই রূপ-

> "লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তর বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়ত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। ..."[৫]

পত্রটির মাধ্যমে বাংলা গদ্যের স্বরূপ তার গঠন নীতি ও আঙ্গিক সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। পত্রটির মধ্যে দেশি ভাষার পাশাপাশি বিদেশী ভাষা ব্যবহারও লক্ষণীয়। উনিশ শতকে বাংলা গদ্য বিকাশের সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করেছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও তার লেখকগোষ্ঠী। এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক রামরাম বসুর 'লিপিমালা' গ্রন্থটি বাংলা পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রামরাম বসু অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় পত্রগুলি লিখেছেন। উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পত্রের ভাব ভাষা ও রচনা রীতির বদলও ঘটেছে সহজাতভাবে। উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা ভাষায় লেখা দুটি গ্রন্থ থেকে সেই সময়কার পত্র রচনা রীতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় গ্রন্থ দুটি হল ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা 'বিজ্ঞানারঞ্জন' ও ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা 'পত্রকৌমুদী'।

আবার বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রকাব্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যটি। এই কাব্যে মোট এগারোটি পূর্ণাঙ্গ পত্রের উল্লেখ আছে যা পাশ্চাত্যের 'Epistolary style' এর আঙ্গিকে রচিত হয়েছে। রোমান কবি অভিদের হিরোয়িডস কাব্যের আদলে পত্রকাব্যটি লেখা। মোট এগারো জন বীরনারী তাদের স্বামী বা প্রেমিকার উদ্দেশ্যে পত্রগুলি লিখেছেন। পত্রগুলির মধ্যে একাধারে প্রেম যেমন আছে তেমনি আছে অভিমান। বিষয়ের সঙ্গে সাজুর্য রেখে পত্রের ভাব ও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট গাম্ভীর্য লক্ষ্য করা যায়। পত্রগুলির মধ্যে Blank Varse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে ব্যবহারও লক্ষ্যনীয়। এছাড়াও মধুসূদন দত্তের একাধিক ব্যক্তিগত পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলি যথাযথ পরিমাণে সাহিত্য লক্ষণাক্রান্ত। 'মেঘনাদবধকাব্য' রচনা করার সময় কবির মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় বন্ধু গৌর দাস বসাককে লেখা একাধিক পত্রের মধ্যে।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগের বাংলা পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন নবীনচন্দ্র সেন। তার 'প্রবাসের পত্র' গ্রন্থটি বাংলা পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটির অন্তর্গত পত্রগুলির সাহিত্যমূল্যর পাশাপাশি ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। পত্রগুলি মূলত ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক। ভারতের একাধিক উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান সম্পর্কে বর্ণনা ও কবি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের প্রকাশ আছে পত্রগুলির মধ্যে।

উনিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যেও পত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখতে ভালো না বাসলেও উপন্যাসের প্রয়োজনে বা ঘটনার অগ্রগতি ও চরিত্রের বিকাশের কারণে পত্রের সংযোজন করেছেন। তাই তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শরৎচন্দ্রেরও একাধিক রচনায় পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রও চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

> "বই আমি যাই লিখি না কেন এলোমেলো চিঠি লেখায় আমার সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট নাই।"[৬]

তাই তার ব্যক্তিগত পত্র গুলির মধ্যেও সাহিত্যরস বর্তমান। তাঁর 'বড়দিদি', 'পন্ডিতমশাই' 'দেবদাস' ইত্যাদি একাধিক উপন্যাসে পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা পত্র সাহিত্যের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের অবদান সর্বাত্মক। তাঁর একাধিক সাহিত্যে যেমন পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তেমনি তিনি সারাজীবন অজস্র ব্যক্তিগত পত্র রচনা করেছেন। ব্যক্তিগত পত্রকে সাহিত্যের পদমর্যাদায় উত্তীর্ণ তিনিই করেছেন। আসলে তিনি পত্র লিখতে ভালবাসতেন। জীবনের প্রথম পত্র লিখেছিলেন কৈশোরে মায়ের উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্য পিতার উদ্দেশ্যে আর জীবনের শেষ পত্র লিখেছিলেন বৌমা প্রতিমা দেবীর উদ্দেশ্যে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে। শেষ পত্রটিতে কবি নিজে হাতে লিখতে পারেননি, কিন্তু পত্রদাতার নামের জায়গায় অসুস্থ কবি ভাঙাচোরা অক্ষরে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 47
Website: https://tirj.org.in, Page No. 356 - 362
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'দাদামশায়' শব্দটি লিখেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় পত্র রচনা কবির কাছে কতটা প্রিয় ছিল। এছাড়াও আছে পত্র সম্পর্কে কবির নানা অভিমত। 'ছিন্নপত্রে'র একটি পত্রে তিনি লিখেছেন –

> "পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। ...আমার বোধহয় ওই লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে - লেফাফাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ, ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার।"[৭]

কিংবা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র একটি পত্র লিখেছেন-

> "চিঠি জিনিষটা ছোট্ট, মালতি-ফুলের মতো। কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতীলতারই মতই বড়ো।"[৮]

আবার চিঠিপত্রে পত্রদাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রে'র একটি পত্রে লিখেছেন-

> "যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে অন্তরের কথা তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।"[৯]

আবার জীবনের উপান্তে পৌঁছে পূর্বের মতো চিঠি লিখতে না পারার কারণে কবি হৃদয়ের যন্ত্রণা অপর একটি পত্রের ভাষায় ফুটে উঠেছে –

> "চিঠি লেখবার বয়স পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিনের স্রোতের থেকে প্রতিদিনের ভেসে আসা কথা ছেঁকে তোলবার শক্তি এখন আমার নেই... এক সময়ে এ শক্তি আমার ছিল... সেই চিঠিগুলি ছিল চলতি কালের সিনেমা-ছবি। তখন ছিল মনের পটটা বাইরের সমস্ত আলোছায়ার দিকে মেলে দেওয়া। এখন বুঝি-বা বাইরের ছবির ফটোগ্রাফটা বন্ধ হয়ে গিয়ে মনের ধ্বনির ফোনোগ্রাফটাই সজাগ হয়ে উঠেছে।"[১০]

এগুলো পড়লে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে একটি সামান্য পত্র রচনাও কবির কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্রগ্রন্থ 'যুরোপ-প্রবাসীর পত্র'। গ্রন্থটিতে মোট তেরোখানি পত্র আছে। সতেরো বছর বয়সে বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেত দর্শনের অভিজ্ঞতা পত্রের ভাষায় ফুটে উঠেছে। পত্রগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় ভূমিকায় কবি লিখেছেন –

> "কয়েকটি ছাড়া বাকি পত্রগুলি ভারতীয় উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, ...কিন্তু ইহাতে ...বাঙালি ইংলনডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটি ইতিহাস পাওয়া যায়।"[১১]

কবির এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে পত্রগুলির ভাব ও ভাষা কেমন ছিল। প্রথম বিলেত দর্শন লেখকের শিশুমনে যে প্রভাব ফেলেছিল তারই অনুপুঙ্খ বর্ণনা পত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের দর্শনীয় স্থানগুলির পাশাপাশি পত্রগুলির মধ্যে অল্পবিস্তরভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়। পত্রগুলির মধ্যে তখনকার দিনের ইংল্যান্ডের রাস্তাঘাট, বাজার-দোকান, ট্রেনব্যবস্থা, বিচিত্র ধরনের মানুষজন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এর বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি সেখানকার সমাজ জীবনের ছবিও লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কবিকে চমকিত করেছিল। তাদের স্ত্রী-পুরুষের একসঙ্গে নাচের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি পত্রে লিখেছেন-

> "আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলেমিশে নিতে পারিনে, ...সত্যি কথা বলতে কী, আমার নাচের নেমন্তন্নগুলো বড়ো ভালো লাগে না। ...যাদের সঙ্গে আমার আলাপ আছে তাদের সঙ্গে নাচতে আমার মন্দ লাগে না।"[১২]

তবে এই গ্রন্থটিকে কবি 'সাহিত্যের পঙক্তি'তে না রেখে 'ইতিহাসের পংক্তি'তে রাখতে চেয়েছেন। কবি গ্রন্থটিকে সাহিত্যের সমতুল্য করতে না চাইলেও পত্রের ভাষারীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন-

> "আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হয়েছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখোমুখি একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহার চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।"[১৩]

এই 'য়ুরোপ প্রবাসী পত্রে'র মধ্যেই প্রথম সাহিত্যিক চলিত ভাষার প্রকাশ ও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

কবির দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রার বর্ণনা আছে 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থে। গ্রন্থটি পরে 'পাশ্চাত্যভ্রমণ' গ্রন্থে পরিবর্তিত 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র সঙ্গে 'য়ুরোপ যাত্রী ডায়ারি' দ্বিতীয় খন্ড বা ডায়ারির অংশ মুদ্রিত হয়। 'পাশ্চাত্যভ্রমণে'র ভূমিকায় কবি 'ডায়ারি' প্রসঙ্গে লিখেছেন-

> "সেই প্রথম বয়সে যখন ইংলনডে গিয়েছিলুম, ঠিক মুসাফেরের মতো যাই নি। ... কিন্তু তার পরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি তখন সভায় থেকেছি ঘরে নয়। ... তখনও দেশের বদল খুব বেশি হয় নি। সেদিন যে ডায়ারি লিখেছি তাতে আছে আঁচড়-কাটা ছবি - এক্কাগাড়িতে চলতে চলতে আশেপাশে এক নজরে দেখার দৃশ্য।"[১৪]

ডায়ারিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কবি কিছু অংশ পরিবর্তিত ও পরিশোধিত করেন। পত্রগুলির মধ্যে কবি পাশ্চাত্য সভ্যতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন আবার সেখানে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ফুটে উঠেছে। তবে দীর্ঘদিন স্বদেশ, স্বাভূমি থেকে দূরে থাকার কারণে বাড়ি ফেরার ব্যাকুলতা পত্রের ভাষায় ফুটে উঠেছে –

> "অবশেষে এই কথা মনে আসে - আচ্ছা ভালো রে বাপু, আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত শহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি, সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই।"[১৫]

কবির আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রগ্রন্থ যেমন 'ছিন্নপত্রাবলী', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'। পত্র সাহিত্যের ইতিহাসেও এই গ্রন্থগুলির অবদান অনস্বীকার্য। এই সমস্ত গ্রন্থের পত্রগুলির মধ্যে কবির মন ও মননের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আশঙ্কা ইত্যাদিও পত্রগুলির বিষয়। পত্রগুলি মধ্যে অফুরান সাহিত্যরস লুকিয়ে আছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'র মত পত্রসংকলন সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে বিরল। শুধু তাই নয় সারা জীবন ধরে কবি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব চেনা অচেনা সকলকে যে পত্র দিয়েছিলেন সেগুলোর সাহিত্যরস কোন অংশে কম নয়। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংকলন গুলি পাঠ করলে বোঝা যায় একান্ত আপনজনকে লেখা পত্রের মধ্যেও এত সুন্দর ভাব ও ভাষার সমন্বয় ঘটানো যায়।

ব্যক্তিগত অনুভবের পত্রগুলি ছাড়াও কবির আর এক শ্রেণীর পত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় যেগুলি ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক পত্র। সারা জীবন একাধিক দেশে ভ্রমণ করার সূত্রে সেখানকার সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনকে কবি যেভাবে দেখেছেন পত্রের ভাষায় তাকে রূপ দিয়েছেন। কখনো কোন দেশের জীবনাচরণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আবার কখনো কোন অসঙ্গতি দেখলে নির্দ্বিধায় সমালোচনা করেছেন। ১৯১৬ সালে জাপান ভ্রমণকে কেন্দ্র করে জাপান যাত্রী পত্রগ্রন্থটি কবি লেখেন। পত্রগুলির মধ্যে জাপানের রাস্তাঘাট, রেঙ্গুন শহর, বৌদ্ধ মন্দিরের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। রেঙ্গুন শহরের রাস্তাঘাট প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন –

> "রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার, বাড়িগুলি তক তক করছে; রাস্তার ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার মধ্যে কোথাও যখন রঙিন রেশমের কাপড় পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখতে পাই, তখন মনে হয়, এরাই বুঝি বিদেশী।"[১৬]

আবার সেখানকার মন্দিরে দেয়ালের কারুকার্য প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> "বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখনকার কালের নিতান্ত সস্তা দরের তুচ্ছতা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসঙ্গতি বলে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা যেন একেবারে জানেই না।"[১৭]

তবে জাপানের মেয়েদের রূপ ও গুণের মুগ্ধ হয়ে কবিতাদের প্রশংসা যেমন করেছেন তেমনি সেখানকার আসবাবপত্র গৃহসজ্জা ও জাপানজাতির সৌন্দর্যবোধ কবিকে মুগ্ধ করেছে।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণকালে কবি 'জাভাযাত্রীর পত্র' গ্রন্থটি লেখেন। পত্রগুলি প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-

> "জীবনযাত্রার পরিচিত ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে মন আজ যা-তা ভাববার সময় পেল। তাই ভাবছি। কোনো সম্পাদকি বৈঠক স্মরণ করে প্রবন্ধ আওড়াব না, চিঠি লিখব তোমাকে।"[১৮]

জাভা ভ্রমণ কালে কবি সেখানকার অভিজ্ঞতা জানিয়ে পত্রগুলি প্রতিমাদেবী, মীরাদেবী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তী ও নির্মলকুমারী মহলানবিসকে লিখেছিলেন। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের সমস্ত পত্রগুলি নির্মলকুমারী মহলানবিসকে

লেখা। পত্রগুলিতে কবি দেশ ভ্রমণের বর্ণনা করেননি শুধু প্রতিদিনের দিনযাপনের কথাও ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি পত্র লিখেছেন-

> "কিছু খবর দেবার চেষ্টা করব। নইলে চিঠি বেশি ভারী হয়ে পড়ে। অনেক দিন থেকে চিঠিতে খবর চালান দেবার অভ্যাস চলে গেছে। এটা একটা ত্রুটি। ...অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্যে আমি চারি দিককে বড়বেশি বাদ দিয়ে ফেলি।"[১৯]

জীবনের উপান্তে উপনীত হয়ে কবি রাশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার সভ্যতা ও সমাজ কে দেখে একদিকে যেমন অভিভূত হয়েছিলেন তেমনি তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা বৈষম্য গুলিও কবির চোখ এড়ায়নি। তাই রাশিয়া ভ্রমণ কবির কাছে যেমন তীর্থদর্শন ছিল তেমনি এই রাশিয়ার ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না সে কথাও বুঝতে পেরেছিলেন।

ভ্রমণ কাহিনীমূলক পত্রগুলো ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের একাধিক সাহিত্য আছে যার মধ্যে পত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'স্ত্রীরপত্র' ছোটগল্পটি। গল্পটি পত্রের আঙ্গিকে লেখা। আবার একাধিক উপন্যাসে পত্রের ব্যবহারও ঘটেছে। শুধু ব্যবহারের জন্যই ব্যবহার নয়, পত্রগুলি ঘটনার অগ্রগতির ক্ষেত্রে ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় চোখের বালি উপন্যাসের পত্রগুলি। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা আছে যা পত্রের আঙ্গিকে লেখা। আবার একাধিক পত্র আছে যেগুলিতে কবির সাহিত্য রচনার পটভূমি জানা যায়।

পরিশেষে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল ব্যপ্তির মধ্যে পত্রগ্রন্থের সংখ্যা যেমন নিতান্ত কম নয় তেমনি সাহিত্যের মধ্যে পত্রের ব্যবহারও কম নয়। প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক পত্রের ব্যবহার যেমন সাহিত্য গুলিকে উৎকর্ষ দান করেছিল সেই ধারা আধুনিক যুগেও সমানভাবে বয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে আরও প্রসারিত করেছেন। তিনি সাহিত্যে ব্যবহৃত পত্রের পাশাপাশি একাধিক পত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত পত্রগুলিকে তার পুরাতন মোড়ক খুলে নতুন রূপে নতুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন যা সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সাধারণ সাদামাটা বিষয়ও কবির কলমের ছোঁয়ায় অনন্য রূপ পেয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের মধ্যেও সেই ধারা বহমান আছে তাদের সাহিত্যের মধ্যে পত্রের ব্যবহার আছে, কখনও বা পত্রের আঙ্গিকে সাহিত্য রচিত হচ্ছে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, সুকান্ত সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরি, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ ৩১ শ্রাবণ ১৩৬৪, পৃ. ৭৬

২. https://read.eitihas.com/varieties-of-history/letters-from-a-father-to-his-daughter Accessed on 15/03/24

৩. https://www.anandabazar.com/editorial/digital-india-took-over-letter-writting-1.1126359 Accessed on 15/03/24

৪. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস (নাথ, রাধাগোবিন্দ সম্পাদিত), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সাধনা, কলকাতা, সংস্করণ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০, পৃ. ৬৫২

৫. মুরশিদ, গোলাম (ইতিহাস ও সংকলক), আঠারো শতকের বাংলা গদ্য, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১২

৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, (রায়, অলোক সম্পাদিত), চিঠিপত্র, নিউলাইট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ৬৪

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র (পত্র সংখ্যা -১৪১), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পৃ. ২৭২

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভানুসিংহের পত্রাবলী (পত্র - ৪৬) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ চৈত্র

১৩৩৬, পৃ. ১২৫
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র (পত্র সংখ্যা -১২৬), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পৃ. ২৫১
১০. অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ১৭/০৩/৩৯, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (ভূমিকা), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১২৮৮
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১২৮৮, পৃ. ৩৪
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রকাশ ১৩৯৬, পৃ. ৩৯১
১৪. তদেব, পৃ. ২১৭-১৮
১৫. তদেব, পৃ. ১০৬-১০৭
১৬. তদেব, পৃ. ৪০৩
১৭. তদেব, পৃ. ৪০৪
১৮. তদেব, পৃ. ৪২৮
১৯. তদেব, পৃ. ৫২০

Bibliography:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (১ম - ১৮ম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রকাশ ১৩৯৬
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (প্রথম খণ্ড - পঞ্চদশ খণ্ড) বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২০
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রকাশ ১৩১৯, পুনর্মূদ্রণ ১৩৬২ কার্তিক
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভানুসিংহের পত্রাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৩৩৬
কবিরাজ, কৃষ্ণদাস (নাথ, রাধাগোবিন্দ সম্পাদিত), শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সাধনা, কলকাতা, সংস্করণ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০
মুরশিদ, গোলাম (ইতিহাস ও সংকলক), আঠারো শতকের বাংলা গদ্য, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৯
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, (রায়, অলোক সম্পাদিত), চিঠিপত্র, নিউলাইট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫
ভট্টাচার্য, সুকান্ত, সুকান্ত সমগ্র, সারস্বত লাইব্রেরি, ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ ৩১ শ্রাবণ ১৩৬৪
সেন, শ্রীসুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রকাশ ১৩৫৩
মণ্ডল, শ্রীপঞ্চানন (সম্পাদিত), পুথি পরিচয় (১ম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৫৮